[2021] 9 এস. সি. আর. 592

প্রদীপ এস/ও রাজকুমার জৈন

বনাম

ম্যাঙ্গানেজ ওর (ভারত) লিমিটেড এবং অন্যান্য

। (2021 সালের সিভিল আপিল নং 7607)

10 ডিসেম্বর, 2021

[কে. এম. জোসেফ এবং

পামিদিগন্তম শ্রী নরসিম্হা, জেজে।]

শ্রম আইন-পুনর্বাসন-ব্যাকওয়েজ তথ্যের ভিত্তিতে, বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট শ্রম আইন পুনর্বহালের নির্দেশ দেয় আপিলকারী (যাকে আগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল) কিন্তু তাকে ব্যাকওয়েজের সুবিধা অস্বীকার করেছিলেন- আপিলকারীকে ব্যাকওয়েজ অস্বীকার-যদি ন্যায়সঙ্গত হয়-অনুষ্ঠিতঃ যখন প্রশ্ন ওঠে যে ব্যাকওয়েজ দেওয়া হবে কিনা এবং ব্যাকওয়েজের পরিমাণ কত হবে, তখন এগুলি এমন বিষয় যা মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে-এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় যে কর্মচারী মোটেও ছিল না।
ত্রুটি এবং তবুও, তাকে অবৈধ সমাপ্তি বা সমাপ্তির সাথে দেখা করা হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষে বিদ্বেষের দ্বারা সক্রিয় করা হয়েছে, তাকে কর্মসংস্থানের ফল যা সে উপভোগ করত তা অস্বীকার করা অন্যায় হতে পারে তবে অবৈধ/অসৎ সমাপ্তির জন্য-আদালতের প্রচেষ্টা অবশ্যই তখন হতে হবে প্রতিটি মামলার তথ্যে উপযুক্ত পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করা-অভিযোগের প্রকৃতি, মূল্যায়নের মতো সমাপ্তির সঠিক কারণ এবং অবশ্যই, কর্মচারী লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন কিনা তা এমন বিষয় হবে যা আদালতের বিবেচনার মধ্যে প্রবেশ করবে-বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনকারী অস্বীকার করেন না যে তিনি কর্মসংস্থানের বাইরে থাকার সময়কালে তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাণ উপার্জন করছিলেন-তবে। বিবাদীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কোনও উপযুক্ত কারণ ছিল না-হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ নিজেই দেখায় যে আপিলকারীর পরিষেবা সমাপ্তির কোনও ভিত্তি ছিল না-যখন আপিলকারী যোগ্য ছিলেন এবং বিশেষত, যখন আপিলকারীরও একটি মামলা রয়েছে যে এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল কারণ জি যে তিনি বিবাদীদের বিষয়গুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়েছিলেন, হাইকোর্ট ব্যাকওয়েজ সম্পর্কিত যথাযথ আদেশ না দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন।

দীপালী গুন্ডু সুরওয়াসে বনাম। ক্রান্তি জুনিয়র অধ্যায় মহাবিদ্যালয় (ডি. এড.) ও অন্যান্য। (2013) 10 এসসিসি 324: [2013] 9 এস. সি. আর ।- নির্ভরশীল।

প্রদীপ এস/ও রাজকুমার জৈন বনাম। ম্যাঙ্গানেস ওর 593

(ভারত) সীমিত

তালওয়ারা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট অ্যান্ড সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড বনাম সুশীল কুমার (2008) 9 এসসিসি 486: [2008] 14 এস. সি. আর 53; রাজস্থান রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগম, জয়পুর ভি। ফুল চাঁদ (মৃত) আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে (2018) 18 এস. সি. সি 299 [2018] 11 এস. সি. আর 448; ম্যানেজার আর. বি. আই ব্যাঙ্গালোর বনাম এস. মণি ও ওরস। (2005) 05 এসসিসি 100 : [2005] 2 এস. সি. আর 797; পৌর পরিষদ সুজানপুর বনাম। সুরিন্দর কুমার (2006) 5 এসসিসি 173: [2006] 1 সাপ্পাই। এস. সি. আর 914 এবং শংভু নাথ গোয়েল বনাম। ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং অন্যান্য (1983) 4 এস. সি. সি 491: [1984] 1 এস. সি. আর 85-- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2013] 9 এসসিআর।	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 6
[2008] 14 এসসিআর 53	উল্লেখ করা	অনুচ্ছেদ 7
[2018] 11 এস. সি. আর 448		অনুচ্ছেদ 7
[2005] 2 এসসিআর 797		অনুচ্ছেদ 9
[2006]1সাপ্পাই।এস.সি.আর914উল্লেখকরাহয়েছে		অনুচ্ছেদ 10
[1984] 1 এসসিআর 85	উল্লেখ করা	অনুচ্ছেদ 10

নাগরিক আবেদনের বিচারঃ 2021 সালের দেওয়ানি আপিল No.7607। ই 2009 সালের রিট পিটিশন No.1780-এ বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 04.04.2017 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

মেহুল এম. গুপ্ত, আর. পি. গুপ্ত, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য।

দেবাশীষ ভারুকা, মিসেস সর্বশ্রী, জাস্টিন জর্জ, মানস স্যাল, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের আদেশটি কে. এম. জোসেফ, জে।

(1) লিভমঞ্জুর করা হয়েছে।

(2) আবেদনকারী একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। 22.10.1997 তারিখের আদেশে তিনি ম্যানেজার (ফিনান্স) হিসাবে নিযুক্ত হন। এরপর 2005 সালে তিনি বালাঘাট খনিতে উপ-প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। (অর্থ)। কিছু পরিস্থিতিতে, যা মৃত্যুর কারণে হয়েছিল

তার বাবার মধ্যে একজন, তাকে তিন দিন কাজের জন্য দেরি করে আসতে হয়েছিল। তাকে একটি কারণ দর্শানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল এবং এর পরে আরও একটি কারণ দেখানো হয়েছিল। এর জবাব দেওয়া হয়। তাকে 05.10.2007-এ সাসপেন্ড করা হয়। তাকে 27.10.2007-এ একটি চার্জ মেমো দেওয়া হয়েছিল। এরপরে, তাকে 12.08.2008-এ বরখাস্ত করা হয়। তাঁর দায়ের করা আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তিনি একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। দায়ের করা রিট পিটিশনটি আংশিকভাবে বি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং এর ফলে বর্তমান আপিল হয়েছে।

(3) বিতর্কটি একটি খুব সংকীর্ণ কম্পাসের মধ্যে রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ আপিলকারীকে পুনর্বহাল করার নির্দেশ দিলেও আদালত তাকে ব্যাকওয়েজের সুবিধা দিতে অস্বীকার করেছে। অন্য কথায়, এই আদালতকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে যে ব্যাকওয়েজ অস্বীকার করার যৌক্তিকতা আছে কিনা। আবেদনকারীর কাছে।

(4) আমরা আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শ এবং উত্তরদাতার পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি।

(5) উত্তরদাতা, নিঃসন্দেহে, ডি সংবিধানের 12 অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্র। আপিলকারীর যুক্তি হল যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে আপিলকারীকে শিকার করা হয়েছে। আপিলকারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা শুরু করার ক্ষেত্রে আইন বা প্রকৃতপক্ষে কোনও যৌক্তিকতা ছিল না এবং হাইকোর্টের পাশাপাশি বিতর্কিত আদেশেও এটি বলা হয়েছে। হাইকোর্ট অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেছে যে আপিলকারী ব্যাকওয়েজের অধিকারী নয়। প্রদত্ত কারণটি নিম্নরূপ 'বিশেষত যখন আপিলকারী উক্ত সময়ের মধ্যে কাজ করেননি'।

(6) উত্তরদাতার পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি এই বলে আপিলের বিরোধিতা করবেন যে বোঝা কর্মচারীর উপর রয়েছে, যদি আবেদনকারী দেখাতে চান যে তিনি এফ-এর কর্মসংস্থানের বাইরে থাকার সময়কালে কাজ করেননি। আপিলকারীর কৌঁসুলি এই প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই আদালতের রায়গুলি প্রতিষ্ঠিত কর যে নীতিটি প্রয়োজন তা হ 'ল শ্রমিক/আপিলকারীকে অবশ্যই আবেদন করতে হবে যে তাকে বাইরে রাখার সময়কালে তিনি কাজ করেননি অবৈধ সমাপ্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থান। এই ক্ষেত্রে, আপিলকারী মামলার আইনের একটি বড় অংশের সমর্থন পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দীপালী গুন্ডু সুরওয়াসে বনাম-এ এই আদালতের রায় সম্পর্কে। ক্রান্তি জুনিয়র অধ্যাপক মহাবিদ্যালয় (ডি. এড.) ও অন্যান্য। (2013) 10 এস. সি. সি 324। এই মামলার দুই বিদ্বান বিচারপতির বেঞ্চ মামলার আইন পর্যালোচনা করার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, যার মধ্যে এই আদালতের আগের তিনজন বিচারপতির বেঞ্চের সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

(ভারত) সীমিত ও আমাদের। [কে. এম. জোসেফ, জে।]

" 38. যে প্রস্তাবগুলি থেকে নেওয়া যেতে পারে উপরোক্ত রায়গুলি হলঃ

38.3 . সাধারণত, একজন কর্মচারী বা শ্রমিক যার চাকরি সি-কে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং যিনি মজুরি ফেরত পেতে চান, তাকে হয় আবেদন করতে হবে বা অন্তত বিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রথম দৃষ্টান্তের আদালতে বিবৃতি দিতে হবে যে তিনি লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন না বা কম মজুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। যদি নিয়োগকর্তা পূর্ণ মজুরি প্রদান এড়াতে চান, তবে তাকে আবেদন করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে কর্মচারী/শ্রমিক লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং চাকরি শেষ হওয়ার আগে তিনি যে মজুরি নিচ্ছিলেন তার সমান মজুরি পাচ্ছিলেন। এটি তাই কারণ এটি একটি স্থায়ী আইন যে কোনও নির্দিষ্ট সত্যের অস্তিত্বের প্রমাণের বোঝা সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়। একটি নেতিবাচক সত্য প্রমাণ করার চেয়ে একটি ইতিবাচক ই সত্য প্রমাণ করা সবসময় সহজ। অতএব, একবার কর্মচারী যখন দেখায় যে সে নিযুক্ত ছিল না, তখন নিয়োগকর্তার উপর বিশেষভাবে আবেদন করার এবং প্রমাণ করার দায়িত্ব থাকে যে কর্মচারী লাভজনক ছিল। নিযুক্ত ছিলেন এবং একই বা উল্লেখযোগ্যভাবে অনুরূপ বেতন পাচ্ছিলেন। । ট্রাইব্যুনাল খুঁজে পায় যে কর্মচারী বা শ্রমিক কোনও অসদাচরণের জন্য মোটেও দোষী নয় বা নিয়োগকর্তা মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন, তাহলে পূর্ণ মজুরি প্রদানের যথেষ্ট যৌক্তিকতা থাকবে।

38.4 . যেসব মামলায় শ্রম আদালত/শিল্প ট্রাইব্যুনাল ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের ১১-ক ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং দেখে যে, যদিও কর্মচারী/শ্রমিকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম এবং/অথবা প্রত্যয়িত স্থায়ী আদেশ, যদি থাকে, মেনে চলে, কিন্তু শাস্তিটি প্রমাণিত অসদাচরণের তুলনায় অসঙ্গত ছিল, তবুও পূর্ণ বকেয়া মজুরি প্রদান না করার বিচক্ষণতা তাদের থাকবে। তবে, যদি শ্রম আদালত/শিল্প ট্রাইব্যুনাল দেখতে পায় যে কর্মচারী বা শ্রমিক কোনও অসদাচরণের জন্য মোটেও দোষী নন বা নিয়োগকর্তা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেননি, তাহলে পূর্ণ বকেয়া মজুরি প্রদানের যথেষ্ট যুক্তি থাকবে।

38.5 . যে মামলাগুলিতে উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল খুঁজে পায় যে নিয়োগকর্তা সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং/অথবা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির গুরুতর লঙ্ঘন করেছেন বা কর্মচারী বা শ্রমিককে শিকার করার জন্য দোষী, তাহলে সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল পূর্ণ মজুরি প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, উচ্চতর আদালতগুলির সংবিধানের 226 বা 136 অনুচ্ছেদের অধীনে 'খ' ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কেবলমাত্র কর্মচারী/শ্রমিকের পূর্ণ মজুরি পাওয়ার অধিকার বা একই অর্থ প্রদানের জন্য নিয়োগকর্তার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ভিন্ন মতামত গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতকে অবশ্যই সর্বদা এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, অন্যায়/অবৈধভাবে চাকরিচ্যুতির ক্ষেত্রে অন্যায়কারী হলেন নিয়োগকর্তা এবং ভুক্তভোগী হলেন কর্মচারী/শ্রমিক এবং কর্মচারী/শ্রমিককে পূর্ণ মজুরি হিসাবে তার বকেয়া পরিশোধের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়ে তার অন্যায়ের জন্য নিয়োগকর্তাকে প্রিমিয়াম দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

38.6 . বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, উচ্চতর আদালত প্রাথমিক বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের রায়ে হস্তক্ষেপ করেছে এই ভিত্তিতে যে মামলা চূড়ান্ত করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পক্ষগুলি এই ধরনের বিলম্বের জন্য দায়ী নয়। পরিকাঠামো ও জনবলের অভাব মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে বিলম্বের প্রধান কারণ। এর জন্য মামলাকারীদের দোষ দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া যায় না। এটি একজন কর্মচারী বা শ্রমিকের প্রতি গুরুতর অবিচারের সমান হবে যদি তাকে কেবল তার চাকরির অবসান এবং পুনর্বহালের আদেশের চূড়ান্ততার মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মজুরি ফেরত দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। আদালতের মনে রাখা উচিত যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তা কর্মচারী বা শ্রমিকের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন। তিনি ভুক্তভোগী অর্থাৎ কর্মচারী বা শ্রমিকের যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত করার জন্য সেরা আইনী মস্তিষ্কের পরিষেবাগুলি গ্রহণ করতে পারেন, যিনি অসুস্থ-নির্দিষ্ট পরিমাণ খ্যাতি সহ একজন আইনজীবীর জন্য অর্থ ব্যয় করার বিলাসিতা বহন করতে পারেন। অতএব, এই ধরনের ক্ষেত্রে এটি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে হিন্দুস্তান টিন ওয়ার্কস (পি) লিমিটেড বনাম-এ প্রস্তাবিত কোর্স কর্মচারী [(1979) 2 এস. সি. সি 80: 1979 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 53]।

38.7 . জে কে সিন্থেটিক্স লিমিটেড বনাম-এ করা পর্যবেক্ষণ। কে. পি. আগরওয়াল [(2007) 2 এস. সি. সি. 433 (2007) 1 এস. সি. সি. (এল. অ্যান্ড এস) 651] যে পুনর্বহালের পরে কর্মচারী/শ্রমিক এর ধারাবাহিকতা দাবি করতে পারবেন না

(ভারত) সীমিত ও আমাদের। [কে. এম. জোসেফ, জে।]

অধিকার হিসাবে পরিষেবা তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের অনুপাতের বিপরীত-হিন্দুস্তান টিন ওয়ার্কস (পি) লিমিটেড বনাম। কর্মচারী, (1979) 2 এস. সি. সি 80: 1979 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 53], [সুরেন্দ্র কুমার ভার্মা বনাম। কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্প ট্রাইব্যুনাল-কাম-শ্রম আদালত, (1980) 4 এস. সি. সি. 443: 1981 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 16] এখানে উপরে উল্লিখিত এবং ভাল আইন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। 'খ "রায়ের এই অংশটি একজন কর্মচারী/শ্রমিককে পুনর্বহাল করার ধারণার বিরুদ্ধেও। (2012) । মাহ এলজে 370] বাতিল করা হয় এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়। প্রশাসন এই আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে আপিলকারীকে পূর্ণ মজুরি 'গ' প্রদান করবে, যা ব্যর্থ হলে আপিলকারীর বরখাস্তের তারিখ থেকে প্রকৃত পুনর্বহালের তারিখ পর্যন্ত প্রতি বছর 9 শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এই আদেশ অমান্য করলে কর্তৃপক্ষ আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হবে। আইন, 1971 "।

(7) অন্যদিকে, উত্তরদাতার পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শদাতা সিদ্ধান্তের অন্য একটি ধারার সমর্থন চেয়েছিলেন যা পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। তালওয়াড়া সমবায় ঋণ ও পরিষেবায় এই আদালত কর্তৃক গৃহীত সোসাইটি লিমিটেড ভি। সুশীল কুমার (2008) 9 এস. সি. সি 486। তিনি রাজস্থান রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রায়ের সমর্থনও চেয়েছিলেন। জয়পুর বনাম। ফুল চাঁদ (মৃত) আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে (2018) 18 এস. সি. সি 299।

8) এই ধরণের সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হওয়ার পর আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী প্রথমেই উল্লেখ করবেন যে, তালওয়ারার এই আদালতকোঅপারেটিভ ক্রেডিট অ্যান্ড সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড (সুপ্রা)সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০৬-এর বিষয়ে মন্তব্য করেছে এবং অতএব, যার বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী রায়ের উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই কর্মচারীর উপরই ভার বর্তাবে এবং তিনিউল্লেখ করবেন যে, প্রকৃতপক্ষে, এটি নির্দেশ করবে যে, প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববর্তী রায়ে কোনও রেফারেন্স জি নেই সাক্ষ্য আইনের 106 ধারা।

(9) আমরা লক্ষ্য করেছি যে এটি সত্য যে তালওয়াড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট অ্যান্ড সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রায় দিয়েছেঃ " 13. এই আদালত বিপুল সংখ্যক মামলায় লাভজনক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রমাণের বোঝা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে

নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্য আইনের 106 ধারায় থাকা বিধানগুলি শ্রমিকের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবে। তবে, বোঝাটি নেতিবাচক। যদি কেবল শ্রমিক দ্বারা একই কাজ করা হয়, তবে প্রমাণের দায়িত্ব নিয়োগকর্তার উপর চলে যাবে যাতে দেখানো যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী আসলে লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন। সুরিন্দর কুমার [(2006) 5 এসসিসি 173: 2006 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 967], এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এসসিসি পি। 177 , প্যারাস 12-14)

" 12. শ্রম আদালত এবং হাইকোর্টও এই ভিত্তিতে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিযে প্রমাণের বোঝা বারো মাসের মধ্যে 240 দিনের কাজ শেষ না করার প্রমাণ দেয়। সমাপ্তির আগে, ব্যবস্থাপনার উপর ছিল। ভার ছিল শ্রমিকের উপর। (ইউ. পি. স্টেট ব্রাসওয়্যার কর্পোরেশন দেখুন। লিমিটেড ভি। উদয় নারায়ণ পান্ডে [(2006) । এস. সি. সি 479: 2006 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 250 জে. টি (2005) 10 এস. সি 344] এবং স্টেট অফ এম. পি. বনাম। অর্জুনলাল রজক [(2006) 2 এস. সি. সি 711: 2006 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 429]।

13. সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হল যে প্রমাণের বোঝা, সাক্ষ্য আইনের 106 ধারার অনুরূপ নীতিগুলি বিবেচনা করে যে তিনি লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন না, শ্রমিকের উপর ছিল। (দেখুন আরবিআই বনাম। এস. মণি [(2005) 5 এস. সি. সি 100: 2005 এসসিসি (এল অ্যান্ড এস) 609] ।)

14. এটি একটি সাধারণ আইন যে শুধুমাত্র কিছু নথির কারণে ব্যবস্থাপনার দ্বারা উপস্থাপিত না হলে, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। (এস. মণি দেখুন [(2005) 5 এস. সি. সি 100: 2005 এসসিসি (এল অ্যান্ড এস) 609] ।) " " " " প্রকৃতপক্ষে, উক্ত রায়টি রায়ের উল্লেখ করেছে। ম্যানেজার আর. বি. আই. ব্যাঙ্গালোর বনাম। এস. মণি ও ওরস। (2005) 05 অনুচ্ছেদ 13-এ যা বলা হয়েছে তার জন্য এস. সি. সি 100।

(10) প্রকৃতপক্ষে, ম্যানেজার আর. বি. আই. ব্যাঙ্গালোরে (উপরে) সাক্ষ্য আইনের 106 ধারার কোনও উল্লেখ আমরা খুঁজে পাই না। তবে এটি সত্য যে, পৌর পরিষদ জি সুজানপুর বনাম-এ বর্ণিত রায়ে বলা হয়েছে। সুরিন্দর কুমার (2006) 5 এস. সি. সি 173, সাক্ষ্য আইনের 106 ধারার একটি উল্লেখ রয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে এটি 13 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে তা তালওয়াড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট অ্যান্ড সার্ভিস সোসাইটি লিমিটেড (উপরে)-এও উদ্‌ধৃত করা হয়েছে।

এই আদালতের একটি পূর্ববর্তী রায় এইচ তিন বিদ্বান বিচারপতির একটি বেঞ্চ দ্বারা প্রদান করা হয়েছে যা শংভু নাথ গোয়েল বনাম-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক

প্রদীপ এস/ও রাজকুমার জৈন বনাম। ম্যাঙ্গানেজ ওর (ভারত) লিমিটেড [কে. এম. জোসেফ, জে।]

বরোদা এবং অন্যান্যদের (1983) 4 এস. সি. সি 49। যা নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে এ সমস্যাটি নিয়ে কাজ করেছেঃ

যে কোনও জায়গায়। এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রশাসন এই বিষয়ে এই আদালতে কোনও বিবরণ দেয়নি। শ্রমিককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে বলা যেত। প্রশাসন সেই পথে হাঁটেনি। শ্রমিকটি প্রমাণ করবে বলে আশা করা হয়নি নেতিবাচক। এই পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি না যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, যে শ্রমিকের এত দীর্ঘ সময়ের জন্য কর্মসংস্থানের বাইরে থাকার যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এবং পরিচালন ব্যাঙ্কের বিরোধিতা করার ক্ষমতা রয়েছে, সেই শ্রমিকের যন্ত্রণা আরও দীর্ঘায়িত করা হবে, এই দীর্ঘায়িত মামলা মোকদ্দমায় সমস্ত অর্থ ক্ষমতা সহ একটি জাতীয়করণকৃত উদ্যোগ, যা ব্যাঙ্ককে 8ই ফেব্রুয়ারি, 1979 তারিখের আবেদনে বিলম্বিতভাবে চাওয়া সুবিধা পাওয়ার অনুমতি দিয়ে খুব সীমিত। "

এটি নিঃসন্দেহে সত্য যখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ব্যাকওয়েজ দেওয়া হবে কিনা এবং ব্যাকওয়েজের পরিমাণ কত হবে, এগুলি এমন বিষয় যা দীপালী গুন্ডু সুরওয়াসে (উপরে) উল্লিখিত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় যে কর্মচারীর কোনও দোষ ছিল না এবং তবুও তাকে অবৈধভাবে দেখা করা হয়েছিল

....."

নিঃসন্দেহে, যখন প্রশ্ন ওঠে যেব্যাকওয়েজ দেওয়া হবে কিনা এবং ব্যাকওয়েজের পরিমাণ কত হবে,এগুলি এমন বিষয় যাদীপালি গুন্ডু সুরওয়াসে (সুপ্রা) -এ উল্লিখিত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় যেকর্মচারীর কোনও দোষ ছিল না এবং তবুও, তার সাথে অবৈধ আচরণ করা হয়েছিল

.....

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

কোনও সমাপ্তি বা সমাপ্তি যা প্রকৃতপক্ষে বিদ্বেষের দ্বারা সক্রিয় করা হয়, তাকে সেই কর্মসংস্থানের ফল থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় হতে পারে যা সে উপভোগ করত কিন্তু অবৈধ/অসৎ সমাপ্তির জন্য। আদালতের প্রচেষ্টা হতে হবে প্রতিটি মামলার তথ্যে উপযুক্ত পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করা। অভিযোগের প্রকৃতি, মূল্যায়ন অনুযায়ী সমাপ্তির সঠিক কারণ এবং অবশ্যই, প্রশ্নটি কর্মচারীটি লাভজনকভাবে নিযুক্ত ছিলেন কিনা তা আদালত কর্তৃক বিবেচনার বিষয় হবে।

, (11) বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশে ব্যাকওয়েজ অস্বীকার করার কারণ স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে আমাদের কাছে আবেদন করে না। আবেদনকারীর মতে, আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে সি বলেছেন যে তিনি কাজ করছিলেন না। উত্তরদাতার মামলাটি হল যে তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে উপার্জন করছিলেন। আবেদনকারীর আইনজীবী অস্বীকার করেন না যে আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কিত কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জন করছিলেন এবং তিনি আয়কর আইনের অধীনে রিটার্ন দাখিল করেছিলেন। এর অর্থ হল জিনিসগুলি যেমন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে, এটি এমন একটি মামলা যেখানে আবেদনকারীকে অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে কোনও আয় ছাড়াই থাকা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। সে উপার্জন করছিল। তবে, আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, উত্তরদাতার পরিষেবাগুলি বাতিল করার কোনও উপযুক্ত কারণ ছিল না। বিতর্কিত আদেশটি নিজেই দেখায় যে আপিলকারীর পরিষেবা সমাপ্তির কোনও ভিত্তি ছিল না। যখন আপিলকারী যোগ্য ছিলেন এবং বিশেষত, যখন ই আপিলকারীরও একটি মামলা থাকে যে এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল এই কারণে যে তিনি উত্তরদাতার বিষয়গুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কিত কিছু বিষয় গ্রহণ করেছিলেন, তখন আমরা মনে করব যে হাইকোর্ট ব্যাকওয়েজ সম্পর্কিত যথাযথ আদেশ না দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল।

. (12) ব্যাকওয়েজের পরিমাণের ক্ষেত্রে, পরস্পরবিরোধী এফ দাবি রয়েছে। উত্তরদাতার মতে, কর্মক্ষমতা ভাতা হিসাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা যদি যোগ না করা হয়, তবে আপিলকারী যে ব্যাকওয়েজের অধিকারী হবেন তার 100 শতাংশ প্রায় । লক্ষ টাকার মধ্যে হবে। আবেদনকারীর দাবি 3 কোটি টাকারও বেশি। যাইহোক, তিনি তার মক্কেলের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরে বলবেন যে আপিলকারীকে 500 টাকা জি দেওয়া যেতে পারে। দেড় কোটি টাকা। তিনি, বিশেষ করে, উল্লেখ করেছেন যে এটি ধারণাগত প্রচারের সুবিধাগুলি বিবেচনা না করেই করা হয়েছে।

আমরা এই বিষয়ে আর বেশি আলোচনা করছি না কারণ বলা হয়েছে যে, জাতীয় পদোন্নতির অধিকার সম্পর্কিত মামলা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

এস/ওরাজকুমারজৈনবনাম।ম্যাঙ্গানে 601

(ভারত) সীমিত ও আমাদের। [কে. এম. জোসেফ, জে।]

(13) সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অভিমত হল যে ন্যায়বিচারের স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকর হবে যদি আমরা আবেদনকারীকে সমাপ্তি কার্যকর হওয়ার পুরো সময়ের জন্য ব্যাকওয়েজ হিসাবে মোট। লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিই। তদনুসারে, আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত। বিতর্কিত আদেশটি সংশোধন করা হয়েছে এবং আমরা বি-এর মধ্যে আবেদনকারীকে Rs.80 লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দিচ্ছি।
আজ থেকে ছয় সপ্তাহের একটি সময়সীমা।

খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার নেই।

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen